Pratidhwani the Echo

A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science

ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)

Impact Factor: 6.28 *(Index Copernicus International)*

Volume-XI, Issue-III, April 2023, Page No.57-66

Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India

Website: http://www.thecho.in

প্রকৃত উন্নয়নের দিশা ও মানুষ: একটি দার্শনিক পর্যালোচনা

উৎসব রায়

সহকারী অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ, ঝাড়গ্রাম রাজ কলেজ, ঝাড়গ্রাম, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Abstract:

Greed of human and his so-called desire for development is the root cause of the environmental crisis. The inevitable consequence of any traditional development process is more or less environmental pollution. As the number of factories and infrastructures will increase in the name of development, environmental pollution will also increase through waste materials, more smoke, noxious gasses and industrial wastes. Along with increase the use of natural resources, their inadequacy will gradually arise. So to protect our environment should we stop the development process?

Since the late nineteenth century, the term development has been used in various fields including natural sciences, sociology, physics, etc. However, in the field of social science, this term development has been used in the 1950s to 1960s after the Second World War. Since then this concept of development has started to be associated with many things like economics, social progress etc. Which is assumed as 'economic development' or generally 'development', is an importation from Western culture. Many people think that the per capita income of a country is the criteria of development.

In fact, equal opportunities for all people in the society are sought to be seen here as a stage of development. Development means everyone having minimum education, right to healthcare etc. Only when such a background of actual development is created, we can expect human compassion towards the environment or towards other non-human beings.

The term 'sustainable development' often leads us to various plans and actions for the development of natural resources and the environment. If it is possible to meet the goals of sustainable development, we can expect to progress towards the primary goals of actual human development and environmental protection.

Keywords: Development, Environment, Society, Sustainable development

মানুষ ও পরিবেশ দূষণ: পরিবেশ তথা মানব সভ্যতা বর্তমান সময়ে এক চরম সংকটের সম্মুখে উপস্থিত। অনেক পরিবেশবিদ এমন আশঙ্কাও করছেন যে পৃথিবীতে জীবনের স্পন্দন নাকি অদূর ভবিষ্যতে একেবারে স্তব্ধ হয়ে যাবে। সাধারণ মানুষকে নিজেদের মধ্যে আলাপচারিতায় এমন স্বগোতক্তি করতে শোনা যায় আবহাওয়া নাকি একদম পাল্টে যাচ্ছে। পৃথিবীতে পরিবেশের অবক্ষয় শুরু হয়েছে আজ থেকে

প্রায় আড়াইশো বছর পূর্বে অর্থাৎ শিল্প বিপ্লবের শুরু থেকে। অর্থনৈতিক বৃদ্ধি এবং উন্নয়নের মাধ্যম হিসেবে ১৭৬০ খ্রিস্টাব্দে গ্রেট ব্রিটেনে শিল্প বিপ্লব দেখা দেয়। এই শিল্প বিপ্লবের ফলে আধুনিক যন্ত্র ও কলকারখানা সৃষ্টি হয় এবং প্রচুর পরিমাণে উৎপাদন হতে শুরু করে। খুবই দ্রুত শিল্প বিপ্লবের প্রভাব সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে দেখা যায় শিল্পক্ষেত্রে সদর্থক পরিবর্তন আসলেও উন্নয়নের নামে মানুষ প্রকৃতি তথা পরিবেশের যে ব্যাপক ক্ষতি করে চলেছে তার ব্যাপক প্রভাব পৃথিবীর পরিবেশের তথা জীবকুলের ওপর পড়ছে। শিল্পের প্রয়োজনে প্রাকৃতিক সম্পদের অত্যধিক ব্যবহার এবং শিল্প-কলকারখানা থেকে নির্গত ধোঁয়া, বর্জ্য পদার্থ আজ বিশ্ব পরিবেশ ধ্বংসের মূল কারণ। এর সাথে চলছে সবুজ বনাঞ্চল ধ্বংস, নদী-সমুদ্রের জলকে ক্রমাগত দূষিত করা এবং তথাকথিত উন্নয়নের বাসনায় পরিবেশের উপর শোষণ আজ মানব সভ্যতাকেই ধ্বংসের দোরগোড়ায় উপনীত করেছে। বিজ্ঞানীরা এমন আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন যে এভাবে চলতে থাকলে আগামী ২১০০ সাল নাগাদ পৃথিবী গ্রহটির তাপমাত্রা দুই থেকে তিন ডিগ্রী বৃদ্ধি পাবে। কার্বন-ডাই-অক্সাইড (CO2) একমাত্র গ্রীন হাউজ গ্যাস নয়, যা নিয়ে আমরা চিন্তিত, এছাড়াও নাইট্রাস অক্সাইড (N2O) এবং মিথেন গ্যাসের (CH4) পরিমাণও বাতাসে বৃদ্ধি পাচ্ছে। এর ফলে বিশ্ব উষ্ণায়ন বাড়ছে, পরিবেশের এই সংকট আজ সাধারণ মানুষ তথা পরিবেশবিদদের ভাবিয়ে তুলেছে।

এই পরিবেশগত সমস্যার কথা চিন্তা করে ১৯৮৩ সালের ডিসেম্বর মাসে তৎকালীন আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের Secretary General Javier Perez de Cuellar তৎকালীন নরওয়ের প্রধানমন্ত্রী Gro Harlem Brundland -কে জাতিসংঘ (UN) থেকে পৃথক একটি সংস্থা গড়ে তুলতে বলেন, যে সংস্থা মূলত পরিবেশের সংকট ও উন্নয়নের সমস্যাগুলির উপর নজর দেবে। এই নতুন সংস্থা Gro Harlem Brundland এর নাম অনুসারে Brundland Commission বা ভালভাবে বললে World Commission on Environment and Development (WCED বা বিশ্ব পরিবেশ ও উন্নয়ন সংস্থা) নামে পরিচিত হয়। এই কমিশনের চেয়ারপার্সন ছিলেন Gro Harlem Brundland। ১৯৮৭ সালে Brundland Commission তাদের প্রথম রিপোর্ট প্রকাশ করে, যার নাম ছিল 'Our Common Future'।[1] এই রিপোর্টে বিভিন্ন প্রজাতি ও জিনের রক্ষার উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। তাছাড়া স্থলজীবী ও জলজ পরিবেশের বিভিন্নতা রক্ষা, পরিবেশের উপাদান গুলির সংরক্ষণের মাধ্যমে কিভাবে বিভিন্ন প্রাণীর উন্নয়ন এ বিকাশ ঘটানো যায়, সে ব্যাপারে রিপোর্টে বলা আছে। এই রিপোর্টে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলিকে সতর্ক করে বলা হয়, যদি এখন থেকে এসব রাষ্ট্রগুলি যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ না করে তবে আগামী শতাব্দীতে অনেক রাষ্ট্রের বেশ কিছু অংশ সমুদ্রে বিলীন হয়ে যাবে। কিন্তু এর জন্য দায়ী কে? অবশ্যই মানুষ ও তার তথাকথিত উন্নয়নের বাসনা। মানুষের এক অতি ক্ষুদ্র ভগ্নাংশের তীব্র ভোগ বিলাসিতার তথা উন্নয়নের (Development) মাশুল সমগ্র মানব সভ্যতাকে এবং সেইসঙ্গে সমগ্র জীবজগৎ তথা এই পৃথিবীকে দিতে হবে। মানুষের জন্য যখন এই ভয়াবহ সঙ্কট উপস্থিত, তখন এর থেকে উত্তরণের পথ মানুষকেই খুঁজে বার করতে হবে। অন্যথায় পৃথিবীতে জীবনের স্পন্দনই থেমে যাবে।

---

[1] Malakar, Bharat (Ed.). (2013). Sustainable Development: Ethics and Economics. Purba Medinipur: Readers service in association with Dept of Philosophy, Mahishadal Girls College. Pg- 33.

পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন: পূর্বের আলোচনা থেকে এই বিষয়ে ধারণা করা গেল যে, মানুষের লোভ ও তার তথাকথিত উন্নয়নের বাসনা হলো পরিবেশগত সংকটের মূল কারণ। যেকোনো তথাকথিত উন্নয়ন প্রক্রিয়ার অনিবার্য পরিণতি হলো কম-বেশি পরিবেশ দূষণ। যত বেশি উন্নয়নের নামে কল-কারখানার সংখ্যা বাড়বে, তত বেশি ধোঁয়া, ক্ষতিকারক গ্যাস ও শিল্পজাত বর্জ্য পদার্থে পরিবেশ দূষণ বৃদ্ধি পাবে; পাশাপাশি প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহার বাড়ায় ক্রমশ তাদের অপ্রতুলতা সৃষ্টি হবে। তাহলে কি প্রকৃতিকে রক্ষা করতে গেলে উন্নয়ন বন্ধ করে দিতে হবে? কিন্তু মানুষের প্রয়োজনে তথা প্রকৃতির স্বগতমূল্য স্বীকার করে যেমন প্রকৃতির অবক্ষয় রোধ করা কর্তব্য তেমনি মানব সভ্যতার অগ্রগতি বা উন্নয়নের ধারা স্তব্ধ করে দেওয়া প্রকৃতিবিরুদ্ধ এক অবাঞ্ছিত পরিস্থিতি নয় কি? যেকোনো শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ একথা স্বীকার করবেন পরিবেশ সংরক্ষণ একান্তভাবে গুরুত্বপূর্ণ, তথাপি উন্নয়নের ধারা স্তব্ধ করে মানুষ পুনরায় প্রাগৈতিহাসিক যুগের অরণ্যে ফিরে যাবে এমন আশা করাটাও চরম নির্বুদ্ধিতা। তাহলে প্রশ্নটা থেকেই গেল পরিবেশ সংরক্ষণ এবং উন্নয়ন- এই দুটি ক্রিয়ার সংগতি একত্রে কিভাবে সম্ভব? এই মূল প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার পূর্বে আমি বোঝার চেষ্টা করব ’উন্নয়ন’ বলতে আমরা ঠিক কী বুঝি। অন্যভাবে বললে উন্নয়নের ধারণাটিকে বিশ্লেষণ করা ছাড়া আমরা কোনভাবেই উপরোক্ত প্রশ্নের উত্তর দিতে পারব না।

উন্নয়নের সাধারণ ধারণা: উন্নয়ন তত্ত্ব নিয়ে এখনো পর্যন্ত বহু লেখালেখি হয়েছে এবং ভবিষ্যতেও এ নিয়ে বিভিন্ন ধরনের আলোচনা হবেই। কারণ কাকে যে উন্নয়ন বলে এ নিয়ে চিন্তাবিদদের মধ্যে বিবাদ বিতর্কের সীমা নেই। সাধারণভাবে বলা যায় উন্নয়ন (Development) শব্দটি সর্বদা একটি ইতিবাচক শব্দ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। এই উন্নয়ন শব্দটি মানুষের উন্নতি (Human achivement), ব্যক্তিত্বের বিকাশ, ব্যবসার অগ্রগতি, প্রযুক্তি বা প্রতিষ্ঠানের উন্নতি প্রভৃতি যেকোনো ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়ে থাকে। Development (উন্নয়ন) শব্দটি সম্ভবত সর্বপ্রথম ১৭৫৬ সালে শোনা গিয়েছিল, এর অর্থ ছিল 'Unfolding', যার আভিধানিক অর্থ কোন কিছুকে খুলে দেওয়া বা উন্মুক্ত করা। কিন্তু উন্নয়নের প্রেক্ষিতে এই ’Unfolding’ শব্দটির অর্থ করা যেতে পারে এমন একটি প্রক্রিয়া যা কোনো কিছুকে একটি ভিন্ন পর্যায়ে বা আরো ভালো পর্যায়ে নিয়ে যেতে পারে।[2] পরবর্তীকালে এই শব্দটি সারা পৃথিবীতে এত ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হতে থাকে যে আলবার্ট আইনস্টাইনের মতো বিজ্ঞানী হোক, কিংবা মহাত্মা গান্ধীর মত রাজনীতিবিদ তথা দার্শনিক হোক অথবা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বা অমর্ত্য সেনের মতো নোবেলজয়ী বিখ্যাত ব্যক্তিত্বগণও এই ‘Development’ বা ‘উন্নয়ন’ শব্দটি নিয়ে বিস্তর আলাপ আলোচনা করেছেন। উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিক থেকে উন্নয়ন (Development) শব্দটি প্রাকৃতিক বিজ্ঞান সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে, সমাজবিজ্ঞানে পদার্থবিদ্যায় প্রভৃতি বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হচ্ছে। যাইহোক সমাজ বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এই উন্নয়ন (Development) শব্দটি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ১৯৫০ থেকে ১৯৬০ এর দশকে ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। তারপর থেকে এই উন্নয়নের ধারণাটি অনেক বিষয়ের সঙ্গে যেমন অর্থনীতির সঙ্গে, সামাজিক উন্নতির সঙ্গে যুক্ত হতে শুরু করে।

উন্নয়নের অর্থনৈতিক ধারণা: এইভাবে উন্নয়নের ধারণাটি ক্রমশ নতুন নতুন বিষয় ও ভাবনার সঙ্গে যুক্ত হওয়ায় উন্নয়নের (Development) ধারণাটি এত ব্যাপকতা লাভ করলো যে চিন্তাবিদদের উন্নয়ন প্রসঙ্গে মতভেদ আরও কয়েকগুণ বেড়ে গেল। কিন্তু এর মধ্যেই সারা পৃথিবীতে একটি চলমান উন্নয়নের ধারণা

---

[2] Silm, Hugo. (1995). What is Development? Development. Taylor & Francis Ltd. Vol- 5. Pg- 143-148.

বেশ জনপ্রিয়তা লাভ করল। সাধারণ মানুষরা উন্নয়নকে এভাবে বুঝলেও এই চিন্তার তাত্ত্বিক রূপায়ন তেমনভাবে ঘটেনি; তার কারণ এই উন্নয়নের ধারণা বহুলাংশে শহরভিত্তিক, আয়ভিত্তিক এবং ভোগভিত্তিক। উন্নয়নের বাহ্যিক উদাহরণ হিসেবে সাধারণ মানুষ যা বোঝে তা হল; যেকোনো দেশে লন্ডন, নিউইয়র্ক-এর মত কয়েকটি শহর নির্মাণ, অনেক শপিং মল, ভালো সুদৃশ রেস্তোরাঁ থাকা, ঝাঁ-চকচকে নতুন বাড়ি বা ফ্ল্যাট, নতুন গাড়ি থাকা প্রভৃতি।[3] অর্থাৎ সাধারণ মানুষের দৃষ্টিতে উন্নয়নের ধারণা মূলত অর্থনীতির সঙ্গে সম্পর্কিত। অর্থনৈতিক উন্নয়ন (Economic Development) জাতীয় উৎপাদন ও সম্পদ বৃদ্ধির সঙ্গে সম্পর্কিত। অনুন্নত দেশে আর্থিক উন্নয়নকে অনেকাংশে দেখা হয় জাতীয় আয় বৃদ্ধির মাপকাঠিতে। বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেনও মনে করেন উন্নয়নের অর্থনৈতিক তত্ত্ব নিয়ে অনুসন্ধান ও চর্চা খুব বেশিদিন শুরু হয়নি। কিছু বছর পূর্বে অর্থনীতির একটি উপধারা হিসেবে অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্ম হয়। উন্নয়নের অর্থনৈতিক তত্ত্ব নিয়ে অনেক চিন্তাবিদ সংশয় প্রকাশ করেছেন। বাস্তবিকপক্ষে অর্থনৈতিক উন্নয়নতত্ত্ব অনগ্রসরতা দূরীকরণে (যা অর্থনীতির আলোচনার মূল) তেমন কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করেনি।[4]

'অর্থনৈতিক উন্নয়ন' বলতে আমরা সাধারণত কি বুঝি। অর্থনৈতিক উন্নয়ন বা সাধারণভাবে উন্নয়ন বলতে আমাদের মাথায় যা আসে সেটি আমদানি করা হয়েছে পশ্চিমী সংস্কৃতি থেকে। অনেকে মনে করেন, কোন দেশের জনগণের মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি হল উন্নয়নের মাপকাঠি। কেউ বলতে পারেন উন্নয়ন হলো মাথাপিছু কটা গাড়ি বা সেলফোন আছে তা দেখা, অনেকের কাছে আবার সুদৃশ ব্র্যান্ডের জামাকাপড় পরিধান, কিংবা খাবারের হোম ডেলিভারি সার্ভিস বা ক্রেডিট কার্ডের বহুল প্রসার উন্নয়নের সূচক। আবার কোন খেটেখাওয়া গ্রামের মানুষের কাছে উন্নয়ন হলো দুবেলা পেট ভরে খাওয়া, আর সপ্তাহে একটা পরিবার নিয়ে সিনেমা দেখার পয়সা থাকা। যে সাইকেল নিয়ে স্কুলে যায় তার কাছে মোরাম রাস্তাই উন্নয়নের দিশারী। অনেক শিক্ষিত সহনশীল ব্যক্তি মনে করেন কোন অঞ্চলে আয়ের হিসাবে নিম্নতম ৩০% লোক কেমন আছে সেটাই উন্নয়ন। এরকম উন্নয়ন সম্পর্কে হাজার চিন্তা বিভিন্ন সময় আমাদের মনের মধ্যে উঁকি দেয়। নিজেদের অজান্তেই কোনো-না-কোনোভাবে অর্থনীতির পরিসরে উন্নয়নের ধারণা আমাদের মনের মধ্যে গড়ে ওঠে।

প্রকৃত উন্নয়ন: যাই হোক, আর্থিক উন্নয়ন বলতে আমরা সচরাচর যা বুঝি সে দিক দিয়ে ভারতের মতো উন্নয়নশীল দেশ অনেক পিছিয়ে। শুধু আর্থিক দিক থেকে ভারত পিছিয়ে নয়, মানসিকতার দিক থেকেও এখনো ভারতবর্ষ অনেক পিছিয়ে। কারণ ভারতে অনেক উন্নত জায়গায় আজও পণের জন্য, সতীর নামে মেয়েদের পোড়ানো হয়; ভারতে এখনো অনেক জায়গায় নিচু জাতের (সমাজপতিরা নিজেদের স্বার্থে যাদের এই আখ্যা দিয়ে রেখেছেন) ছায়া স্পর্শ করলে তথাকথিত উন্নত উচ্চবর্ণ স্নান করতে উদ্যত হন।[5] আর দুর্নীতি, স্বজনপোষণের কথা নয় নাই বা আলোচনা করলাম; যে দেশে প্রায় ৩০ শতাংশ লোক দারিদ্র সীমার নিচে বসবাস করেন, যে দেশে অনেকেই পানীয় জলের অভাবে দুর্দশাগ্রস্ত, যেখানে জাতপাতের ভেদাভেদ, সাম্প্রদায়িক হত্যা, ধর্ষণ ইত্যাদি প্রাত্যহিক ঘটনা সেখানে কোন পথে উন্নয়ন হবে তা

[3] মারজিৎ, সুগত. (২০০৮). উন্নয়নের যুক্তি তক্কো. কলকাতাঃ অনুষ্টুপ.পৃঃ ১৪

[4] সেন,অমর্ত্য. (১৪২৪ বং). অর্থনীতি গ্রন্থমালা ৭ . "জীবনযাত্রা ও অর্থনীতি". কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স. পৃঃ ৮৩-৮৬.

[5] মারজিৎ, সুগত. (২০০৮). উন্নয়নের যুক্তি তক্কো. কলকাতাঃ অনুষ্টুপ. পৃঃ ৪২.

আলোচনার পূর্বে ’উন্নয়নবোধ’ চাই।[6] মানুষের কত বেশি আয় বাড়ছে, সে কতবার মাসে প্লেনে যাতায়াত করছে বা কত শীঘ্র মানুষ আর্থিক সচ্ছলতা অর্জন করছে তা সবই উন্নয়নের অঙ্গ হলেও শুধু এমন উন্নয়ন কোন শুভবুদ্ধিসম্পন্ন প্রকৃত শিক্ষিত ব্যক্তির কাম্য হতে পারে না। আর এরকম উন্নয়নের ধারণা ও পরিবেশ সংরক্ষণের ধারণার একত্রে সংগতি (যা এক্ষেত্রে মূল আলোচ্য বিষয়) কখনোই ঘটানো সম্ভব নয়। তাহলে উন্নয়নের এমন কোন ধারণা আছে কি যা পরিবেশগত সংকট দূরীকরণে উপযোগী? তাছাড়া উন্নয়ন বলতে আমরা যা বুঝি তা যদি উন্নয়নের যথার্থ দিশা আমাদের দিতে না পারে তাহলে উন্নয়নের যথার্থতা কিসের দ্বারা প্রাপ্ত হবো? এ প্রসঙ্গে বলা যায়, উন্নয়নের সবচেয়ে বড় অঙ্গ হওয়া উচিত Social mobility বা সামাজিক সচলতা। আজকের সমাজে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিবর্গ যেমন কোম্পানির বড় ম্যানেজার, ডাক্তার, উকিল, শিক্ষক, কম্পিউটার বিশেষজ্ঞ প্রভৃতি সফল পেশাদারদের কজন অশিক্ষিত বা নিম্নশিক্ষিত বা নিম্নবিত্ত ঘরের ছেলে-মেয়ে তা দেখে অনেকে উন্নয়নকে বিচার করে থাকেন। কিন্তু তার মানে এমন ভাবার কোন কারণ নেই যে চাষী, জেলে, কুমোর প্রভৃতি অন্যান্য পেশার জীবিকাকে ছোট করে দেখা হয়েছে বা এরা উন্নয়নের আওতার বাইরে। প্রকৃতপক্ষে, সমাজের সকল মানুষের সমান সুযোগ পাওয়াকে এখানে উন্নয়নের একটি পর্যায় হিসাবে দেখাতে চাওয়া হয়েছে। অনেকে আবার বলেন, প্রকৃত উন্নয়ন এমন ধারণা নয় যে আমার বাবা বাইক চেপে অফিসে যেত আর এখন আমি গাড়ি নিয়ে স্কুলে যাই। বরং উন্নয়ন বলতে বোঝায় যার বাবা সমাজে উপেক্ষিত ছিলেন, তার ছেলে আজ সমাজে মাথা উঁচু করে চলে এবং সামাজিক ক্ষেত্রে মতামত প্রদান করে। উন্নয়ন সকলের ন্যূনতম শিক্ষা, স্বাস্থ্য রক্ষার অধিকার ইত্যাদি থাকাকে বোঝায়। এইরকম প্রকৃত উন্নয়নের পটভূমি সৃষ্টি হলে তবেই পরিবেশের প্রতি বা অন্যান্য মনুষ্যেতর প্রাণীর প্রতি আমরা মানুষের সহমর্মিতা আশা করতে পারি। অতএব প্রকৃত উন্নয়ন কি তার একটি ধারণা পাওয়া গেল। যদিও এই ধারণা কোথাও কোথাও অর্থনৈতিক উন্নয়নের ধারণাকেই আবার নির্দেশ করে। তাহলে কোন পথে অগ্রসর হলে প্রকৃত উন্নয়নের দিশা আমরা পেতে পারি? পরবর্তী অংশে এই বিষয়ে নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেনের দৃষ্টিভঙ্গি আলোচনার চেষ্টা করবো।

উন্নয়ন ও কল্যাণমূলক অর্থনীতি: আধুনিক উন্নয়নতত্ত্বের আলোচনা প্রসঙ্গে নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক অমর্ত্য সেনের অবদান অনস্বীকার্য । মানবিক ও সামাজিক উন্নয়ন নিয়ে তার দৃষ্টিভঙ্গি বারংবার বিশ্বের দরবারে সমাদৃত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে বলে রাখা ভালো ‘কল্যাণমূলক অর্থনীতিতে অবদানের জন্য’ (for the contributions to walfare economics) তিনি ১৯৯৮ সালে অর্থনীতিতে নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন। এই পুরস্কার তাকে দেওয়ার সময় জানানো হয় অধ্যাপক সেনের বিশেষ অবদান রয়েছে কল্যাণমূলক অর্থনীতির মৌলিক সমস্যা গুলি নিয়ে গবেষণার ক্ষেত্রে।[7] এছাড়াও তাঁর অবদান রয়েছে মানুষের সামাজিক পছন্দের নির্বাচন, মানুষের কল্যাণের পরিমাপের নির্ধারণ এবং দারিদ্র্যের অধ্যয়নের ক্ষেত্রে। এসব প্রত্যক্ষভাবে তাঁর উন্নয়নতত্ত্বের সঙ্গে যুক্ত। নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেনের চিন্তা নানা দিকে প্রসারিত হলেও আমার মনে হয়, তাঁর ভাবনার কেন্দ্রে ছিল সমাজের বিভিন্ন স্তরে অসাম্য, তার থেকে উদ্ভূত বৈষম্য এবং তা দূর করে কিভাবে মানবিক উন্নয়ন ঘটানো যায় প্রভৃতি বিষয়। এসবের উপর ভিত্তি করেই তিনি তার কল্যাণমূলক অর্থনীতির তত্ত্বকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেছেন বলা যায়। আমরা সকলেই জানি, অমর্ত্য সেন বিশ্বের একজন শ্রেষ্ঠ অর্থনীতিবীদ হিসেবে পরিচিত। কিন্তু আমরা হয়তো

[6] মারজিৎ, সুগত. (২০০৮). উন্নয়নের যুক্তি তক্কো. কলকাতাঃ অনুষ্টুপ. পৃঃ ৪৩.

[7] সেন, রাজকুমার (সম্পাঃ). (১৯৯৯). অমর্ত্য ভাবনা ২. কলকাতাঃ রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়. পৃঃ- ৭-১০.

অনেকেই জানিনা দার্শনিক হিসেবেও তার যথেষ্ট খ্যাতি আছে। তাই অর্থনীতির সীমারেখা অতিক্রম করে অন্যান্য সমাজ বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে, বিশেষভাবে উন্নয়ন বিষয়ক দার্শনিক আলোচনার সূত্রপাত তাঁর লেখার মধ্যে দেখা যায়।[8] এবার আসা যাক, উন্নয়ন সম্পর্কিত আলোচনায়। প্রথমেই অমর্ত্য সেনকে অনুসরণ করে বলা যায়, আর্থিক বৃদ্ধি বা প্রসার (Economic growth) ও উন্নয়ন (Development) সম্পূর্ণ এক বিষয় নয়।[9] কিন্তু একথা অবশ্যই মানতে হবে যে, আর্থিক প্রসার (Economic growth) হলো অর্থনৈতিক উন্নয়ন (Economic development) প্রক্রিয়ারই একটি দিক। সাবেকি উন্নয়নতত্ত্বে এই আর্থিক প্রসারের ওপরই অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। কিন্তু কেবলমাত্র আয় বা সম্পদের বৃদ্ধিকেই মূল উদ্দেশ্য হিসেবে বিবেচনা করা যথার্থ হবেনা।

স্থিতিশীল উন্নয়ন ও পরিবেশ: 'স্থিতিশীল উন্নয়ন' শব্দটির আমাদের প্রায়শই প্রাকৃতিক সম্পদ ও পরিবেশের উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন পরিকল্পনা তথা কর্মের দিকে পরিচালিত করে। 'স্থিতিশীল উন্নয়ন' শব্দটির সঙ্গে অনেকক্ষেত্রে প্রাকৃতিক সম্পদের বিকাশের জন্য বিভিন্ন নীতি, পরিকল্পনা, কৌশল ও কর্মপ্রণালী গঠনের দিকে আমাদের পরিচালিত করে, যা সর্বদা জৈব-ভৌতিক প্রয়োজনীয়তার প্রেক্ষিতে স্থিতিশীল বলে আখ্যায়িত হয় না।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে উন্নয়ন বলতে বেশিরভাগ সময় আমরা অর্থনৈতিক উন্নয়ন বুঝে থাকি। খুব কম সংখ্যক মানুষ স্থিতিশীল উন্নয়নের প্রতি যথার্থ গুরুত্ব দিয়ে থাকে। বেশিরভাগ উন্নয়ন পরিকল্পনাগুলি পুঁজিপতিদের লাভের জন্য গড়ে তোলা হয়। যদিও কল্যাণকামী জনহিতৈষী সরকারের কাছে জনগণের আশা থাকে উন্নয়ন এমনভাবে পরিকল্পনা করা হবে যাতে উন্নয়নের দীর্ঘমেয়াদী উদ্দেশ্য এবং জনগণের জীবনযাত্রার মানের উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তা বিবেচিত হতে পারে। এই উন্নয়ন সামাজিক বা অন্যান্য ধরণের স্থায়িত্বের ক্ষেত্রে আরও গ্রহণযোগ্য হতে পারে, তবে এটি কখনও জৈব ভৌতিক স্থায়িত্বের (bio geophysical sustainability) প্রয়োজনীয়তা পূরণ করতে পারে না।

উন্নয়নের এই বিভিন্ন লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্যগুলি প্রায়শই আমাদের 'স্থিতিশীল উন্নয়ন' শব্দটির উপলব্ধি এবং বোঝার ক্ষেত্রে যে বিভিন্ন মতপার্থক্য রয়েছে তার দিকে পরিচালিত করে। একজন ব্যক্তির সংস্কৃতি, বিশ্বাস, পটভূমি এবং প্রশিক্ষণ প্রভৃতি তার চারপাশে যে বস্তুগুলি রয়েছে তার উপলব্ধিতে বিশেষ ভূমিকা পালন করে; যেমন- প্রতিটি ব্যক্তি তার পারিপার্শিক অবস্থা বা আর্থ-সামাজিক অবস্থার প্রেক্ষিতে তারচারপাশের পরিবেশকে দেখে থাকে। অনেক উন্নয়নশীল দেশে পরিবেশ নিয়ে বা আরও ভালোভাবে বললে পরিবেশ সংরক্ষণ নিয়ে ভিন্ন ভিন্ন মত দেখতে পাওয়া যায়। এর মূল কারণ হলো- দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলিতে স্থিতিশীল উন্নয়ন সম্পর্কে ভিন্নমত দেখা যায়, কারণ এখানকার মানুষের জীবনযাত্রা পৃথিবীর উত্তরে বসবাসকারী মানুষের জীবনযাত্রার থেকে অনেকাংশে আলাদা।[10]

স্থিতিশীল উন্নয়নের নীতিসমূহ: সুইডেনের রাজধানী স্টকহোমে ১৯৭২ সালে রাষ্ট্রসংঘ আয়োজিত 'মানব পরিবেশ' শীর্ষক সম্মেলনে পরিবেশ উন্নয়নের মধ্য দিয়ে পারস্পরিক সম্পর্ক গড়ে তোলার ক্ষেত্রে আহ্বান

---

[8] মারজিৎ, সুগত. (২০০৮). উন্নয়নের যুক্তি তক্কো. কলকাতাঃ অনুষ্টুপ. পৃঃ ২১১.

[9] Sen, Amartya. (1983). "Development: Which why now?". Economic Journal. Vol- 93. Pg- 748.

[10] Smith, Fraser (Ed.). (1997). Environmental sustainability (Practical Global Implications). Florida: St Lucie press. Pg- 68.

জানানো হয়। এরপর ১৯৮০ সালে International Union for Conservation Nature and Natural Resources (IUCN) তাদের World Conservation Strategy নামক প্রতিবেদনে স্থিতিশীল উন্নয়নের তত্ত্ব প্রকাশ করেন, যার মধ্যে এই ভাবনার প্রতিফলন দেখা গিয়েছে যে, পূর্ব থেকে প্রাপ্ত এই পৃথিবীকে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য রক্ষণাবেক্ষণ মানুষদের নৈতিক কর্তব্যের অঙ্গীভূত। প্রকৃতি তথা প্রাকৃতিক সম্পদের সুরক্ষা নিয়ে ভাবিত আন্তর্জাতিক এই গোষ্ঠীর উদ্দেশ্য হলো পরিবেশ এবং উন্নয়ন সংক্রান্ত বিষয় যথেষ্ট সমাধানের অন্বেষণ এবং প্রকৃতির স্বীয় মূল্য স্বীকার করে তার যথার্থ সংরক্ষণ। জাতিপুঞ্জের পরিবেশমূলক কর্মসূচির মধ্যে 'World Commission on Environment and Dvelopment' নামক একটি স্বতন্ত্র সংস্থা নির্মিত হয়েছিল নরওয়ের তদানীন্তন রাজনীতিবিদ্ Grottarle Brundtland এর সভাপতিত্বে ১৯৮৩ খ্রিস্টাব্দে। এই সংস্থার দায়িত্ব ছিল মনুষ্য কর্তৃক পরিবেশের শোষণ ও মানুষের স্বার্থভিত্তিক কার্যকলাপের ফলশ্রুতি হিসেবে পরিবেশের উপর ক্ষতিকর প্রভাব, উন্নয়নমূলক প্রকল্পকে নিয়ে বিভিন্ন রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীন বিবাদ সমাধান সম্পর্কিত প্রস্তাব নির্ধারণ। উক্ত সংস্থা তাদের ‘Our Common Future’ শীর্ষক রিপোর্টে স্থিতিশীল উন্নয়নকে যেভাবে সংজ্ঞায়িত করে তা হলো- "Development that meets the needs of the present without compromising the ability of the future generations to meet its own needs.‘ অর্থাৎ ভবিষ্যৎ প্রজন্মের প্রয়োজনের ক্ষেত্রে কোনরূপ প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি না করে বর্তমান প্রজন্মের প্রয়োজন পূরণই হলো স্থিতিশীল উন্নয়ন।[11] জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ কর্তৃক ব্রুন্ডল্যান্ড কমিশনকে যে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল তা ছিল পরিবর্তনের জন্য একটি বৈশ্বিক নীতি প্রণয়ন করা। এই নীতিগুলি হল নিম্নরুপ;[12]

১. স্থিতিশীল উন্নয়ন অর্জনের জন্য দীর্ঘমেয়াদী পরিবেশগত নীতি প্রস্তাব করা।
২. উন্নয়নশীল দেশ এবং যে দেশগুলি সামাজিক বা অর্থনৈতিক উন্নয়নের বিভিন্ন পর্যায়ের মধ্যে আছে, তাদের মধ্যে পরিবেশের জন্য উদ্বেগকে বৃহত্তর সহযোগিতায় অনুবাদ করা যেতে পারে এমন উপায়গুলির সুপারিশ করা।
৩. আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সংস্থা যাতে পরিবেশগত সঙ্কটের সাথে আরও কার্যকরভাবে মোকাবেলা করতে পারে তার বিভিন্ন উপায় বিবেচনা করা।
৪. দীর্ঘমেয়াদী পরিবেশগত সমস্যাগুলি উপলব্ধি করা এবং পরিবেশগত সমস্যাগুলি সফলভাবে মোকাবিলা করার জন্য যথাযথ দীর্ঘমেয়াদী নীতি ও প্রচেষ্টা প্রয়োজন।

উন্নয়ন ও মানুষ: উন্নয়ন শব্দটির অর্থ পরিবর্তন, যে সদর্থক পরিবর্তন আর্থ সামাজিক ব্যবস্থার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীকভাবে জড়িত। অন্যভাবে বলতে গেলে কোনো সমাজের পরিপ্রেক্ষিতে যদি জনকল্যানকর পরিবর্তন পরিদৃশ্যমান হয়ে ওঠে, তবে সেই সমাজ যে ক্রমশ অগ্রগতির দিকে এগোচ্ছে, তা নিশ্চিত করে বলা যায়। এই উন্নয়নের মূলে আছে মানুষ, ব্যক্তিগত স্তর থেকে সমষ্টিগত স্তরে সর্বত্র মানুষ ও তার কর্ম, জীবনশৈলী, প্রকল্প এই উন্নয়নের কেন্দ্রে অবস্থান করছে। কিন্তু সেখানে প্রকৃতিকে কেবল মানুষের প্রয়োজনের সাপেক্ষ ব্যতীত গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। সভ্যতার সূচনালগ্ন থেকেই মানুষ কৌশলে প্রকৃতিকে ব্যবহার করে

[11] Malakar, Bharat (Ed.). (2013). Sustainable Development: Ethics and Economics. Purba Medinipur: Readers service in association with Dept of Philosophy, Mahishadal Girls College. Pg- 38-39.
[12] Langhelle, Oluf. (1999). Sustainable Development: Exploring the Ethics of “Our Common Future”. International Political Science Review / Revue internationale de science politique. Vol-20. No-2. April. Page-129-149.

সামগ্রিকভাবে নিজেদের প্রয়োজনের ক্ষেত্রে ব্যবহার করেছে, এর ফলে উন্নয়নের বৃদ্ধি ঘটেছে ও তাতে গতি এসেছে। কিন্তু কেবল প্রকৃতিকে যথেচ্ছ ব্যবহার পরিবেশের ক্ষেত্রে যে ব্যাপক ক্ষতির সৃষ্টি করেছে, সে বিষয়ে সচেতন হওয়া মানুষের কর্তব্য। উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলি অর্থনৈতিক উন্নয়নের লালসায় প্রকৃতিকে শোষণ করে পরিবেশ দূষণ, আবহাওয়ার পরিবর্তন,বিশ্ব উষ্ণায়নের মতো সমস্যাগুলি সৃষ্টি করছে। এরই পরিণাম হল পরিবেশগত ঝুঁকি (Ecological risk) সৃষ্টি করা। বিংশ শতকের মধ্যভাগ থেকেই উন্নয়ন ধারণাটি বিভ্রান্তি সৃষ্টি করেছে, উন্নয়ন বিষয়টি কেবল সদর্থক ধারণার সঙ্গে সম্পৃক্ত না থেকে যুক্ত হচ্ছে নৈতিকতার সঙ্গে। অর্থনীতির প্রসঙ্গটি স্মরণে রেখেও উন্নয়ন প্রয়োজন, যা পৃথিবীর সামগ্রিক ভারসাম্যের ক্ষেত্রে কোনোরূপ বিঘ্নের সৃষ্টি করবে না, বরং তা হবে প্রকৃতির অনুকূল। এই উন্নয়নের ফলশ্রুতি হিসেবে বর্তমান ও ভবিষ্যতে পৃথিবীর মধ্যে সামগ্রিক ভারসাম্য বজায় থাকবে, এই হলো স্থিতিশীল উন্নয়নের মূল বক্তব্য।

ব্রুটলেট কমিশনের রিপোর্ট অনুসারে স্থিতিশীল উন্নয়নের ধারণা পরিবেশগত দিক থেকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যদিও সে গুরুত্ব অর্থনৈতিক দিক থেকেই অনেকে মনে করেন। কারণ অনেকের কাছে স্থিতিশীল উন্নয়ন মূলত অর্থনৈতিক স্থিতিশীল উন্নয়নের সঙ্গে সমার্থক। পরিবেশের আলোচনা প্রসঙ্গে বিভিন্ন সরকারি দপ্তর অনেক নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে স্থিতিশীল উন্নয়নের ধারণাকে গুরুত্ব দিয়ে পরিবেশ সংরক্ষণের কথা স্মরণ করেন। জনকল্যাণমুখী অর্থনৈতিক উন্নয়নের দিক থেকে স্থিতিশীল উন্নয়নকে একটি বিশেষ অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন হিসাবে ধরা হয়, যা মানবকল্যাণের ন্যূনতম স্তর বজায় রাখতে সাহায্য করে। এইভাবে স্থিতিশীল উন্নয়ন কিছু প্রয়োজনীয়তার সমতুল্য হয়ে ওঠে এবং এই ভালো-হওয়া (well being) অর্থাৎ আমাদের প্রয়োজনীয়তার সমতুল্য হয়ে ওঠা বিষয়টি সময়ের সাথে কখনও আমরা হ্রাস পেতে দেখি না। স্থিতিশীল উন্নয়নের এই বৈশিষ্ট্যটি মানব-কল্যাণের একটি নির্দিষ্ট ধারণা এবং সময়ের সঙ্গে একটি নির্দিষ্ট স্তরের মানব-কল্যাণ বজায় রাখার জন্য আমাদের কী করা প্রয়োজন তা সম্পর্কে একটি গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করে। কল্যাণমূলক অর্থনীতি অনুমান করে যে আমাদের পছন্দের সন্তুষ্টির মধ্যে ভালো থাকা নিহিত রয়েছে। তাছাড়া মানবকল্যাণের একটি নির্দিষ্ট স্তরের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য আমাদের কী প্রয়োজন তা নিয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করে থাকে। এটি বলে, প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে মানব-কল্যাণের একটি সুনির্দিষ্ট স্তরের সংরক্ষণের জন্য প্রতিটি প্রজন্মকে তার প্রাপ্তির সমতুল্য একটি সঞ্চয় রাখতে হবে। অর্থাৎ মূলধন সম্পদ ও উৎপাদনের সম্ভাবনা সময়ের সঙ্গে বৃদ্ধি পাওয়া উচিত, হ্রাস পাওয়া কোনোমতেই কাম্য নয়। এটি মোট মূলধনের স্থায়িত্বের মানদন্ড। যাই হোক, স্থিতিশীল উন্নয়নের ধারণার সমালোচক উইলফ্রেড বেকারম্যান বলেন, যদি স্থায়িত্বকে নির্দিষ্ট সময়ে ও সময়ের সাথে ন্যায়সঙ্গত বন্টনের পরিপ্রেক্ষিতে সংজ্ঞায়িত করা যায়, এই ধারণাটি বন্টনগত বিবেচনায় কোনো নতুন মাত্রা যোগ করতে অক্ষম। প্রশ্ন হলো, এই ধারণাটিকে পরিবেশ ও পরিবেশগত ধারণার সঙ্গে কীভাবে সম্পৃক্ত করা যায়? এই ধরণের সমস্যার প্রত্যুত্তরে স্থিতিশীল উন্নয়নের রক্ষকরা মনে করেন, অর্থনীতির ক্ষেত্রে এই ধারণাটি প্রয়োজনীয়, কারণ তা ভবিষ্যত প্রজন্মের কল্যানে প্রাকৃতিক বিশ্বের বিশেষ রাষ্ট্রগুলির ভূমিকার উপর জোর দেয়, কিন্তু এটি সম্পূর্ণ পুঁজিভিত্তিক। তাই স্থিতিশীল উন্নয়নের কিছু লক্ষ্য নির্ণয় আবশ্যিক হয়ে পড়ে।

স্থিতিশীল উন্নয়নের সতেরোটি লক্ষ্য: জাতিসংঘ ঘোষিত স্থিতিশীল উন্নয়নের সাতেরটি অভীষ্ট লক্ষ্যের কথা বলা হয়েছে যা ২০৩০ সালের মধ্যে অর্জন করার লক্ষ্য আমাদের দেওয়া হয়েছে। এই লক্ষ্য গুলি হল;[13] ১) দরিদ্রতার বিলোপ, ২) ক্ষুধা থেকে মুক্তি, ৩) সুস্বাস্থ্য ও কল্যান অর্জন, ৪) গুণগত শিক্ষার প্রসার, ৫) লিঙ্গ সমতা সৃষ্টি করা, ৬) নিরাপদ পরিশ্রুত জল এবং উপযুক্ত পয়ঃ নিষ্কাশনের (sanitation) ব্যবস্থা করা, ৭) সাশ্রয়ী ও দূষণমুক্ত জ্বালানির ব্যবস্থা করা, ৮) উপযুক্ত কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন, ৯) শিল্প নতুন উদ্ভাবন এবং উন্নত স্থিতিশীল অবকাঠামো সৃষ্টি করা, ১০) অসমতার হ্রাস ঘটানো, ১১) স্থিতিশীল নগর ও জনপদ সৃষ্টি, ১২) পরিমিত ভোগ ও স্থিতিশীল উৎপাদন নিশ্চিতকরণ, ১৩) জলবায়ু কার্যক্রম সৃষ্টি, ১৪) জলজ জীবনে প্রয়োজনীয় কর্মপদ্ধতি অবলম্বন, ১৫) স্থলজ জীবনে প্রয়োজনীয় কর্মপদ্ধতি অবলম্বন, ১৬) শান্তি, ন্যায়বিচার ও প্রয়োজনীয় কার্যকর প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি, ১৭) অভীষ্ট অর্জনে অংশীদারিত্ব।

জাতিসংঘ কর্তৃক ঘোষিত স্থিতিশীল উন্নয়নের এই অভীষ্ট লক্ষ্যগুলি যদি বাস্তবায়িত করা সম্ভব হয়, তাহলে নিঃসন্দেহে পৃথিবীর জীবকুল আরো অনেক বছর শান্তিতে থাকবে। গত বেশ কিছু বছরে মানুষের 'ভ্রান্ত উন্নয়নের ধারণায়' বিশ্বের জীবতন্ত্রের অস্তিত্ব সঙ্কটের সম্মুখে উপস্থিত। মানুষ উন্নয়নের নামে পরমাণু বোমা তৈরি করছে, তার পরীক্ষা করছে, বিশ্বের বহু স্থানে পরমাণু চুল্লি স্থাপিত হয়েছে- এসব করেই মানুষ থেমে থাকেনি, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের জাপানের হিরোশিমা ও নাগাসাকি শহরে পরমাণু বোমা ফেলা এবং তার ফলে ঘটিত পরিবেশ তথা মানুষের ধ্বংসের কাহিনী আমরা সকলে জানি। সাম্প্রতিককালে রাশিয়া ও ইউক্রেনের যুদ্ধে ব্যাপক পরিমাণে মারণাস্ত্রের ব্যবহারের ফলে যে ধ্বংসলীলা চলছে, তা মানুষের ক্ষতি করেই থেমে যায়নি, পরিবেশকেও শ্মশানভূমিতে পরিণত করেছে। উন্নয়নের নামে যদি এসবকিছু চলতে থাকে, তাহলে জীবনধারার প্রবাহ স্তব্ধ হতে বাধ্য। মানবজাতির উন্নয়নের নামে এমন অনেক কাজকর্ম করে যা ভবিষ্যতে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে তাদের অস্তিত্বকেই বিপন্ন করে তোলে। স্থিতিশীল উন্নয়নের যে লক্ষ্যমাত্রা ২০৩০ সালের মধ্যে অর্জন করার কথা বলা হয়েছে, ২০২৩ সালে উপনীত হয়েও আমরা দেখতে পাই তার বেশিরভাগই এখনও অধরা। এর মূল কারণ স্থিতিশীল উন্নয়নের পশ্চাতে অবস্থিত মানবকেন্দ্রিক চিন্তাধারা। তাই আমাদের উচিত নিজেদের মানসিকতাকে পরিবর্তন করা।

গ্রন্থপঞ্জী:

[13] Ahlawat, Ajay. (2019). Sustainable Development Goals. Chennai: Notion Press. pg 23-28.

1. সেন, অমর্ত্য. (১৪২৪ বং). অর্থনীতি গ্রন্থমালা ৭. “জীবনযাত্রা ও অর্থনীতি”. কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স।
2. সেন, অমর্ত্য. (২০১১). উন্নয়ন ও স্বাক্ষরতা.কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স।
3. সেন, গিরীশচন্দ্র. (অনু.). (২০১২). কোরান শরীফ. ঢাকা: দিব্য প্রকাশ।
4. সেন, রাজ কুমার. চক্রবর্তী, কল্যাণ. চৌধুরী, অসীম. ভৌমিক, অলক কান্তি. ঘোষ, স্বাতী. (সম্পা.) (১৪০৬). অমর্ত্য ভাবনা. কলকাতা: রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়।
5. সেন, রাজকুমার (সম্পা.)(১৯৯৯)। অমর্ত্য ভাবনা ২. কলকাতাঃ রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়।
6. Ahlawat, Ajay. (2019). Sustainable Development Goals. Chennai: Notion Press.
7. Arumugam, E. (2008). Principles of Environmental Ethics. New Delhi: Sarup Book.
8. Attfield, Robin. (1983). Methods of Ecological Ethics. Metaphilosophy. Vol-14. No-3/4. July/October. Page- 195-208.
9. Barbour, Ian G. (1973). WESTERN MAN AND ENVIRONMENTAL ETHICS. London: Addison Wesley.
10. Berke, Philip & Manta, Maria. (1999). Planning for Sustainable Development.
11. Deichmann, Uwe & Gill, Indermit. Etal. (2010). “World Development Report 2009”: A Practical Economic Geography. Economic Geography. Vol-86. No-4. October. Page- 371-380.
12. Khera, Aman. (2019). Sustainable Development and Environment Protection in India: A Critique. International Journal of Applied Business and Economic Research. Vol-17. No-3. Page- 17-20.
13. Langhelle, Oluf. (1999). Sustainable Development: Exploring the Ethics of “Our Common Future”. International Political Science Review / Revue Internationale de science politique. Vol-20. No-2. April. Page- 129-149.
14. Malakar, Bharat (Ed.). (2013). Sustainable Development: Ethics and Economics. Purba Medinipur: Readers service in association with Dept of Philosophy, Mahishadal Girls College.
15. Malakar, Bharat (Ed.). (2013). Sustainable Development: Ethics and Economics. Purba Medinipur: Readers service in association with Dept of Philosophy, Mahishadal Girls College.
16. Naess, Arne. (1973). the Shallow and Deep, Long-Range Ecology Movement. A Summary. Inquiry. Vol-16. Page- 95-100.
17. Najinyanupi. (1983-1984). the World Development Report. Economic and Political Weekly. Vol-19. No-9. March. Page- 376-379.
18. Navarro, Vicente. (2000). Development and Quality of Life a Critique of Amartya Sen’s “Development as Freedom. International Journal of Health Services. Vol-30. No-4. Page- 661-674.